

# ম ন্ত্রি য লে র মে ল ব্যা গ

## হে বাংলার মানুষ জাগো, জাগো প্রতিবাদ-প্রতিরোধে, হায়েনা-ঘাতক বর্বরদের বিরুদ্ধে...

### সদেরা সুজন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্রী শাস্ত্রী আকতার হ্যাপী বড্ড অসময়ে চলে গেলো এই সুন্দর পৃথিবী থেকে। মৃত্যুর আগেও হয়তো সে ভেবেছে পৃথিবী সুন্দর কিন্তু জন্মভূমি আর সুন্দর নেই। ঘাতকদের পদভারে কন্সপ্লিগত জননী জন্মভূমি। না হ্যাপী এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে চায়নি এবং যাবার সময়ও হয়নি ঘাতক ট্রাক তার সুন্দর জীবন কেড়ে নিয়েছে বড্ড অসময়ে মানুষের মাঝ থেকে। অবৈধভাবে হ্যাপীদের মেরে ফেলা হ'ছে। হ্যাপীরা মরছে, প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত এই ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের স্তরে স্তরে। প্রতিদিন মৃত্যুর বহর বেড়েই চলেছে। হ্যাপীরা আরো মরবে, মরতে মরতে সব শেষ হয়ে যাবে। থাকবে শুধু দানব হায়েনারা। হ্যাপীর অস্বাভাবিক অকল্পনীয়-অচিন্তনীয় অসময়ের মৃত্যু নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারদলীয় ছাত্রসংগঠনের ক্যাডাররা চালাচ্ছে নারকীয় তান্ডব। এ তান্ডবের শেষ কবে হবে? এরকমের বহুমুখী মৃত্যুর শেষ কবে হবে কেউ জানে না। জানবে কি করে যারা অসময়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রতিরোধকারী মানে দেশের সরকার সেই সরকার যদি মৃত্যুর সৃষ্টি করে কিংবা বলা যায় ই"ছা করেই বহুমুখি প্রহায় মেরে ফেলছে দেশের মানুষকে তা হলে কি বলবো, কোথায় মানবতা, কোথায় ধর্ম, কোথায় আদর্শ আর সত্য সুন্দরের পথ। আজ বাংলাদেশের তাবৎ মানচিত্র জুড়ে চলছে মৃত্যুর মিছিল। অপ্রতিরোধ্যভাবে চলছে নারকীয় হত্যায়ত্ত। এমন মৃত্যু হয়তো একান্তরের পূর্বে কিংবা পরে আর কেউ কোনদিন দেখেননি। এমন মানবতাহীন দেশ মনে হয় পৃথিবীতে আর কোন দেশ নেই, যে দেশের নাম বাংলাদেশ। যে দেশের মানুষের মৃত্যুর খবর এখন সারা বিশ্বের প্রতিদিনের অসংখ্য ভাষার পত্রিকা আর ইমিডিয়ার শিরোনাম। এই সেই দেশ বাংলাদেশ। যে দেশে মানুষ প্রতিদিন প্রতিনিয়ত মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করেই চলেছে। যারা মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে সাময়িক ভাবে বেঁচে যায় বাঁচলো, আর যারা মরে যায় দু'দিন পরে সবায় ভুলে যায়। এই সেই দেশ মহাকালের মহা পৃথিবীর সব আইন অমান্য করে র‍্যাব নামের একটি বিশ্ব মানবতা আর বিবেকের শরীরের লাথি মেরে সৃষ্টি করা হয়েছে পৃথিবীর জগন্মাতম বর্বর বাহিনী, যা দিয়ে প্রতিদিন হত্যা করা হ'ছে বিচার বর্হিত মানুষকে। আমার মনে হয় পশুও হয়তো পশুকে এমনভাবে নিলজ্জভাবে হত্যা করবে না। মানুষ মরছে দেশের আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা পুলিশের হাতে। বাংলাদেশের অসহায় মানুষ মরছে সড়ক দুর্ঘটনায়। মানুষ মরছে লঞ্চ ডুবতে। মানুষ মরছে চারদলীয়জামাত-বিএনপি জোটের ঘাতকদের বুলেটে, গ্রেনেডে-বোমায়, মানুষ মরছে লঞ্চ ডুবে, মানুষ মরছে বিল্ডিং ধসে, আর মানুষ কেন এখন চারদলীয় মৌলবাদি জোটের হাতে মাজারের নিরাপরাধ গজার মাছরাও বাঁচতে পারছে না ধর্মীয় উন্মাদনা আর পৈশাচিকতায়। মানুষ মরছে ছাত্রদল-ছাত্রশিবির নামের কিছু স্বশস্কৃক্যাডারের হাতে। এখন বাংলাদেশে লাশ পড়ে থাকে প্রতিদিন। সেখানে মানবতা প্রদর্শিত হয় প্রতিমুহর্তে। এখন বাংলাদেশে লাশের দাবিতে মিছিল হয়। বাংলাদেশে একের পর এক লঞ্চ ডুবেছে শত শত মানুষ অসময়ে মরছে, ডুবল-লঞ্চ তোলা সম্ভব হ'ছনা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির কারনে, অথচো সরকার ই"ছা করলে সেসব যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে ক্রয় করতে পারে বাঁচাতে পারে দেশের অসহায় নদী পথের মানুষকে। নৌপরিবহন মন্ত্রী কর্নেল আকবর হোসেন লঞ্চ ডুবে নিহত পরিবারদের সাথে বেয়াদবি (আল্লার হুকুম হয়েছে তাই লঞ্চ ডুবেছে) রসিকতা ও নির্মম পরিহাস আমাকে অবাক করে। আমার মনে হয় পৃথিবীর একমাত্র দেশ যে দেশে লাশের দাবিতে মিছিল হয়েছে। অথচো অসময়ে লাশ অসহায় মানুষ ফেরৎ পায়নি, পাবেওনা কোনদিন। নিজের স্বজন, নিজের মানুষ মরলে লাশও পাওয়া যাবেনা, দাবি করলে বাংলাদেশের পুলিশ নামের মানুষহীন কিছু দানব পশুরা নাবোঝেই আক্রমণ করবে অসহায় মানুষের ওপর। অথচো এই পুলিশরা জানেনা ওরাও মানুষ। ওরাও বাংলাদেশের মানুষের কষ্টার্জিত ট্যাক্সের বেতনভোগি। শুধু ব্যবহার হ'ছে দানবদের হাতে। এই বিভীষিকাময় গণহত্যা আর গণ নির্যাতন আর কতদিন চলবে বাংলাদেশের মানচিত্রে। এ কোন দেশ, যে দেশে বিচারকরা জাল সার্টিফিকেট দিয়ে বিচারক হয়, এ কোন অভূত দেশ বিচারকরা ঘোষ খেয়ে অবৈধভাবে বিচারের রায় দেয় অথচো তাদের বিরুদ্ধে কথা বলা যাবে না, প্রতিবাদ করা যাবে না এ কোন কালো আইন এ কোন জঙ্গলি শাসন এ কোন মানবতাহীন বিধান? বাংলাদেশের মানুষ কি এইভাবেই সহ্যাবে এমন নারকীয় তান্ডব আর মানবতাহীন কর্মকান্ড?

দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থাকলেও আমাদের প্রিয় জন্মভূমিতে এমন বীভৎস মৃত্যুর মহামারি দেখে নিজের অজান্তে-অশ্রু-জল নেমে আসে অপ্রতিরোধ্যভাবে। বাংলার মানুষ এমন অসহায় আর কোন দিন দেখিনি। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন দেখিনি, জন্ম হয়নি বলে দেখার সুযোগ হয়নি কিন্তু শুনেছি সালাম-বরকত-রফিক জব্বারের বীরত্বগাথা অবদানের কথা। ১৯৭১ সালের ভয়াবহ মুক্তিযুদ্ধ শৈশবের তীরছেঁড়া দেখেছি। দেখেছি সৈরাচারী জিয়া এরশাদ-এর বিরুদ্ধে গণ মানুষের আন্দোলন, দেখেছি সৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে নিহত সেলিম-দেলোয়ার-তিতাস-ময়েজউদ্দিন-দিপালীসাহা-কাঞ্চন-মোজাম্মেল- নুরহোসেন-বাবুল ফাত্তাহ- ডা.মিলনসহ অসংখ্য যুবর রক্তে রঞ্জিত বাংলা। বাংলার মানুষতো বরাবরই বিপ্লবী-যোদ্ধা। কত সৈরাচার ঘাতকদের বিরুদ্ধে রণতুর্জ নিয়ে প্রতিবাদ করেছে, ভেসে গেছে খড়কুটের মতো কতোনা প্রভাবশালী ক্ষমতাস্বত্ব ঘাতক সৈরাচাররা, কিন্তু কেন এমন হ'ছে আজ? আজ সারা দেশ যেন মৃত্যুর বিভীষিকাময় যজ্ঞে নিমজ্জিত। দেশের

শ্রেষ্ঠ সন্মানে বড় অসময়ে মেয়ে ফেলা হ'ছে স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকরা ক্ষমতায় চিরস্থায়ীভাবে থাকার জন্য। কোথায় আজ প্রগতিবাদীরা? কোথায় আজ লেখক-সাংবাদিক-সাহিত্যিক মুক্তমনের মানুষরা? কোথায় আজ সেই ঐহিত্যঘেরা ছাত্রসমাজ? কোথায় আজ ১৯৭১ সালের বীর লড়াই মুক্তিযোদ্ধাভাইয়েরা? কোথায় আজ স্বাধীনতার স্বপ্নদৃষ্টাদল আওয়ামী লীগের বিপ্লবী নেতা-কর্মীরা? সবাইকী অর্ধমৃত? এ বাঁচার কী মূল্য আছে? স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ভাই-বোনদের বলতে চাই এই দেশ বঙ্গবন্ধু সৃষ্টি করলেও বঙ্গবন্ধু ভোগ করে যেতে পারেননি। ভোগ করছে স্বাধীনতা আন্দোলনের খল নায়ক জিয়া পরিবার আর স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতক হায়েনা রাজাকার মইত্যা রাজাকাররা।

চট্টগ্রামের শীর্ষ সশস্ত্র শিবির ক্যাডার শতাব্দিক হত্যা মামলার আসামী অসুবিধাসায়ী মাফিয়া যে ব্যক্তি দাড়িটুপি আর ফতোয়া পড়ে মানুষকে বেক লাগিয়ে চালিয়ে যেত পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্যতম বর্বরতা সেই মইত্যারাজাকারের সোনার সন্ম ৩৮ বছরের প্লেবয় গিয়াস হাজারিকাকে (৩.৬.২০০৫) র্যাব ধরে ক্রসফায়ারে মেরেছে, না মেরে উপায় নেই, কারণ জীবিত থাকলে তার জীবনের উদ্ভান এবং তার গড ফাদারদের নাম প্রকাশ হয়ে যেত। কারণ সে শিবির করে। আজ র্যাব বলছে সে চট্টগ্রামের দশট্রাক অসুবিধাকার সঙ্গ জড়িত ছিলো, তাহলে সরকারের শিল্পমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী সবই জানতেন এবং তার পরামর্শেই তা আনা হয়েছিলো দেশের সব প্রগতি আর মুক্তমনের মানুষকে হত্যা করার জন্য। হত্যা করার পরিকল্পনা হয়তো ছিলো দেশের প্রধানমন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রীর পুত্র হাওয়াভবনের কর্ণধার তারেনকজিয়াকেও। কারণ মতিউর রহমান নিজামী মইত্যা রাজাকার কিংবা একান্তরের ঘাতক মতিউর রহমান শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব পাবার পরই তার অধিনে পরিচালিত জেডিতে অসুবিধা এসেছে। অথচ সেটা ছিলো খুবই নিরাপত্তাবেষ্টিত।

অথচ এ দু'দিন আগে ঢাকার পল্লবিত র্যাব হত্যা করেছে ক্রসফায়ারের নামে এক অসহায় সৎ ও পরোপকারী ছেলে সুমনকে। কী অপরাধ ছিলো তার? তার বিরুদ্ধে সারা দেশের কোন থানায় কোন মামলা নেই, অভিযোগ নেই। তার অপরাধ শুধু সে আওয়ামী লীগ করে। পাঠক ভাবুন এ কোন নরক কুন্ডু, এ কত নম্র দোজকের আগুনে জ্বলছে প্রিয় স্বদেশভূমি।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ছাত্রী হ্যাপী হত্যার প্রতিবাদে সতীর্থ সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা যখন তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিলো তখন বাংলাদেশের বর্বর পুলিশ আর সরকারদলীয় ক্যাডার ছাত্র সংগঠন ছাত্রদলের সশস্ত্র বাহিনী কী অমানুষিকভাবে বর্বরোচিত হামলা চালায়। যা সারা দেশে বিদেশের বিবেকভান মানুষকে স্পষ্ট করে দেয়। এ কোন মধ্যযুগীয় বর্বরতার গহীন গহবরে নিমজ্জিত হতে চলছে বাংলাদেশ। মন্ট্রিয়লে বসে যখন এটিএন বাংলা চ্যানেলসহ বিভিন্ন টিভি চ্যানেল আর জাতীয় দৈনিক প্রত্নিকায় সংবাদ ও ছবি দেখছিলাম চার'কলা ইনস্টিটিউট আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বৈরাচারী খালেদা-নিজামী সরকারের পেটোয়া বাহিনী কী নিলজ্জভাবে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের লাটিপেটা, মাটিতে ফেলে লাথি-প্রহার করছে, ছাত্রীদের ওড়নাধরে টানছে, চুলের মুঠি ধরে টানাহাঁচড়া আর লাঞ্চিত করার দৃশ্য। যদিও এদৃশ্য নতুন নয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের স্বশস্ত্র ক্যাডারদের বারবারই আক্রান্ত হ'ছে সাধারণ ছাত্রছাত্রী আর প্রগতিশীল সংগঠনের নেতাকর্মীরা। এসব দৃশ্য দেখে ভাবছিলাম বর্বররাওকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র? এরা কোন শিক্ষায় শিক্ষিত হ'ছে? ওদের কর্মকান্ড দেখে কোন বিবেকভান মানুষ তাদেরকে মানুষ বলে পরিচয় দেবে না। আফ্রিকার জঙ্গলের হায়েনারাও এসব ঘাতক ক্যাডারদের চেয়ে ঢের ভালো। এই স্বৈরাচারী মৌলবাদী সরকারের এসব জঘন্য মানবতা বিরোধী বর্বরতার বিরুদ্ধে ঘৃণা জানানোর ভাষা নেই, শুধু প্রবাস থেকে বলবো হে বাংলার মানুষ জাগো, জাগো প্রতিবাদ-প্রতিরোধে, হায়েনা-ঘাতক বর্বরদের বিরুদ্ধে...

মন্ট্রিয়ল ৫.৬.২০০৫

সদেয়া সুজন ফ্রিল্যান্স সংবাদপত্র কর্মী, সম্পাদক দেশদিগন্ত

deshdiganta@sympatico.ca